নয়নলিপি

নয়নতারা মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল্ ট্রাস্টের
একটি দ্বিমাসিক সংবাদ-সংকলন

এপ্রিল এবং মে মাসের সারসংক্ষেপ

এ বছরের এপ্রিল-মে মাসে নয়নতারার কিছু দৃষ্টান্তমূলক বিকাশ ঘটেছে। এন এম সি টি এর প্রধান আয়োজন সাপোর্টিভ এডুকেশন প্রোগ্রাম, যা আমরা ২০০৮ থেকে চালিয়ে আসছি, এই কয়েক মাসে তার অসামান্য অগ্রগতি হয়েছে।

এন এম সি টি এর এই সহায়ক শিক্ষা ব্যবস্থা (সাপোর্টিভ এডুকেশন প্রোগ্রাম) ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম জামশেদজি টাটা ট্রাস্ট স্পনসরশিপ থেকে আর্থিক সাহায্য পেতে শুরু করে। ইলামবাজারের চৌপাহাড়ি অরণ্যের উপজাতি গ্রামগুলোতে আমরা তখন সপ্তাহে পাঁচ দিন করে লেখাপড়ার সহায়তা প্রদান আরম্ভ করেছি। এর মধ্যেই GRABUU (গ্রাম বাংলা উন্নয়ন উদ্যোগ) এর আর্থিক সাহায্যে আমরা এই কার্যক্রমটি সপ্তাহে ছয় দিন করে শুরু করি। ২০১৬ থেকে নিরন্তর আমরা এই স্পনসরশিপদের থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়ে কৃতজ্ঞ। তারপর থেকে বিভিন্ন ব্যক্তিগত ও সংস্থাগত দাতার উদ্যোগে আমরা সহায়তা পেয়ে চলেছি। বর্তমানে আমরা এই প্রোগ্রামের বেশ কিছুটা পরিবর্ধন করেছি। আটটা গ্রামে দু'টো গ্রামীণ পাঠকেন্দ্র থেকে শুরু করে বর্তমানে আমরা বারোটা গ্রামে আটটা গ্রামীণ পাঠকেন্দ্র চালাচ্ছি, যেখানে সর্বমোট ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা - সাড়ে চারশো।

এক্ষেত্রে আনন্দদায়ক বিকাশ হল - আরও তিনটি কেন্দ্রে আমাদের এই সাপোর্টিভ এডুকেশন প্রোগ্রামকে বিস্তারের জন্য আমরা সুনিশ্চিত আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছি। সেই সাথে আরও তিনটি পাঠকেন্দ্রের জন্য আমরা স্পনসরশিপের মৌখিক নিশ্চয়তা লাভ করেছি। অর্থাৎ আমাদের পাঠকেন্দ্রের সংখ্যা আট থেকে চোদ্দ হতে চলেছে, যেটা আমাদের এই মূল কার্যক্রমের পরিবর্ধনের লক্ষ্যে অনেক বড় ইতিবাচক পদক্ষেপ। শুধুই ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা নয়, বরং ভৌগোলিক এলাকা অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রেও প্রথম পর্যায়ের বিস্তারে আরও ছয় থেকে আটটা গ্রামকে ইতিমধ্যেই তালিকার অন্তর্গত করা হয়েছে। আরও কিছু স্পনসরদের সাহায্যে আমাদের এই প্রোগ্রামকে চৌপাহাড়ি জঙ্গল ছাড়িয়েও ছড়িয়ে দেওয়ার এবং পাঠকেন্দ্রের সংখ্যা আট থেকে কুড়ি করার পরিকল্পনা আছে। লকডাউনের বিধিনিষেধ উঠলেই আমাদের সাপোর্টিভ এডুকেশন প্রোগ্রামের বৃহত্তর বিস্তার শুরু হবে।

আরেকদিকে সি এস আর ফান্ড প্রাপ্তির জন্য নয়নতারা নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সরকারের অধীনস্থ যে কোনো এন জি ও এই সি এস আর ফান্ডের সাহায্য পেতে পারে। আমরা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিসেবে সকল নিয়মাবলীতে উত্তীর্ণ হয়ে এই ফান্ড প্রাপ্তির উপযুক্ত হিসেবে প্রমাণিত হয়েছি, যা কিনা আমাদেরকে আগামীতে ভীষণ সাহায্য করবে। এই পদক্ষেপ গুলো নিঃসন্দেহে আমাদের সংস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবিকা - সব দিক থেকেই আমাদের কাজের আরও অগ্রগতি হবে।

এই বিশাল বিকাশ গুলোর পাশাপাশি লকডাউনের বিধিনিষেধ ও সাবধানতা অবলম্বন করেই নয়নতারায় বেশ কিছু আয়োজন পালিত হয়েছে। সতেরোই এপ্রিল বাংলা নতুন বছরে আমরা দু'শো আটানব্বই জন ছাত্রছাত্রী এবং বিয়াল্লিশ জন শিক্ষাকর্মীকে নিয়ে নববর্ষ উদযাপন করেছি। ওই মাসের পরবর্তী পক্ষে লকডাউন ঘোষণার আগেই আমাদের এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল। অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর চোদ্দ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য আমরা পরদিন দুপুরে খাওয়ার

"সৃষ্টিই আমার নীতিবাক্য, ধ্বংস নয়। সবকিছুর মধ্যে বিকাশের অসীম ক্ষমতা বিদ্যমান, ইহাই আমার বিশ্বাস।"
- স্বামী বিবেকানন্দ

"মহাবিশ্বের সমস্ত শক্তি ইতিমধ্যেই আমাদের কাছে আছে। আমরাই চোখের সামনে হাত রেখে চিৎকার করেছিলাম যে অন্ধকার হয়ে গিয়েছে।"

- স্বামী বিবেকানন্দ

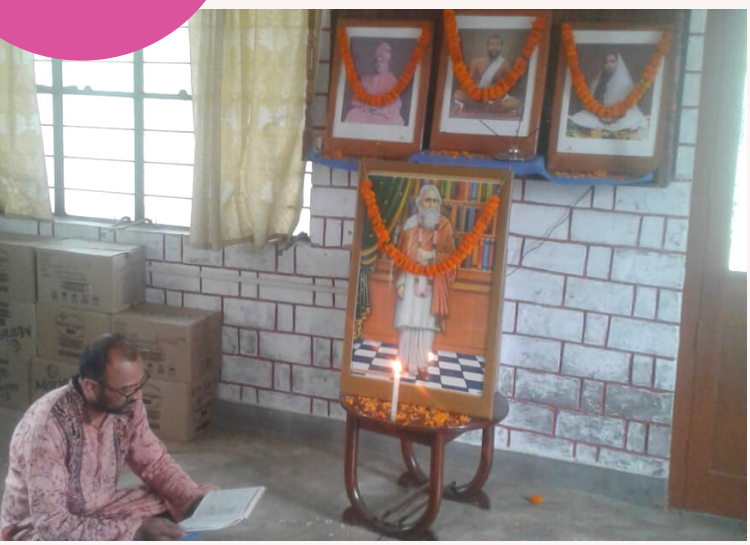

ব্যবস্থাও করি। ৯ই মে আমাদের পাঁচজন শিক্ষাকর্মীর সহায়তায় আমরা রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করি। লকডাউনের নিরাপত্তা বিধিনিষেধের জন্য ছাত্রছাত্রীরা অনুপস্থিত ছিল।

তেরোই মে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আমাদের 'নিবেদিতা মাতৃ প্রকল্প' এর অধীন এই ইভেন্টে আমরা গর্ভবতী মহিলা ও স্তন পান করানো মায়েদের হাতে পনেরো মাসের (নয় মাস গর্ভকালীন এবং গর্ভাবস্থার পরবর্তী ছয় মাসের জন্য) সম্পূরক খাদ্য তুলে দিয়েছি। প্রতি মাসে পঁয়ত্রিশ জনকে আমরা হরলিকস দিয়েছি। এই প্রকল্প এ বছরের জানুয়ারি মাস থেকে শুরু হয়েছে। এই বিশেষ প্রোগ্রামটি শ্রী শ্রী কনক মাতাজী ট্রাস্ট স্পনসর করেছিল। এই ট্রাস্টের সহায়তায় চালু আমাদের আরেকটি প্রোগ্রাম – 'নিবেদিতা স্বাস্থ্য প্রকল্প', যেখানে আমরা সাপ্তাহিক হোমিওপ্যাথি ক্লিনিক চালাই। লক্ষ্মীপুর গ্রামে এই ক্লিনিক প্রতি মঙ্গলবার বসে, যেখানে আমরা বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়ে থাকি। ২০১২ সাল থেকে শ্রী শ্রী কনক মাতাজী ট্রাস্ট অনেক বড় সহায় হিসেবে আমাদের পাশে আছে। এন এম সি টি'র বিভিন্ন কার্যক্রম, সহায়তা, আর্থিক সাহায্য প্রতিটা ক্ষেত্রে তাদের অনেক বড় অবদান আছে। এই অটুট স্পনসরদের জন্যই আমরা নিরন্তর কাজ করে চলেছি। এই মাসে আমরা আমাদের সকল দাতা এবং স্পনসরদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সকল প্রকার সাহায্য যা আমরা পাই, সব কিছুর জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

"অসত্য সম্পর্কে অবহিত হও, সত্যে অবিচল থাকো, ধীর অথচ নিশ্চিত ভাবে আমরা জয় লাভ করবই।"

- স্বামী বিবেকানন্দ

Nayantara Memorial Charitable Trust

নয়নতারার মানুষদের কথা

এ মাসে আমরা যাদের সাথে সকলের পরিচয় করিয়ে দেব, তাদের একজন প্রহ্লাদ সিং, অপর জন জিতেন্দ্র সিং। তাদের জীবনের গল্প একই ধারায় প্রবাহিত। দরিদ্র পরিবার থেকে আসার কারণেই উচ্চমাধ্যমিকের পর উচ্চশিক্ষা তাদের কাছে অন্তরায় হয়ে উঠেছিল। নয়নতারার পক্ষ থেকে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য আয়োজিত স্কলারশিপ প্রোগ্রামের প্রাপক ছিল তারা দু'জনেই। তারা সৌভাগ্যবান যে তারা শ্রী সঞ্জীব গার্গকে পথপ্রদর্শক হিসেবে পায় এবং তাঁর সহায়তাতেই উচ্চশিক্ষার জন্য আর্থিক সাহায্য লাভ করে এগিয়ে চলে আগামীর পথে। তারা দু'জনেই নিজস্ব জীবনের পথে হেঁটে আজ প্রতিষ্ঠিত।

এক অভাবী পরিবারের সন্তান জিতেন্দ্র সিং। বিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করে উচ্চশিক্ষার বিষয়ে সে সন্দিহান হয়ে ওঠে। এই সময় সঞ্জীব গার্গের সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য হয় তার। সম্পূর্ণ স্পনসরশিপ নিয়ে এ.আই.ই.ই.ই পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য সে কোটা যায় এবং খুব শীঘ্রই ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে সে একটি ভালো মাইনের চাকরিতে নির্বাচিত হয়। জীবনের বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে বর্তমানে উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় একজন সফ্টওয়্যার ডেভেলপার হিসেবে সে কর্মরত।

এবার আসি প্রহ্লাদ সিং এর কথায়। বিগত চার বছর ধরে সে ইনভেনশিয়া টেকনোলজি কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেডের সফ্টওয়্যার ডেভেলপার হিসেবে নিযুক্ত। দীর্ঘ দশ বছর সে অনাথ আশ্রমেই পড়াশোনা করেছে। মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হওয়ার পর একাদশ শ্রেণীতে সে বিজ্ঞান বিভাগকে বেছে নেয়। কিন্তু উচ্চমাধ্যমিকের পর তার পরবর্তী পড়াশোনায় সংশয় দেখা দেয়।

নিজের সীমিত সামর্থ্যের কথা ভেবে পরবর্তী পড়াশোনা নিয়ে সে যখন চিন্তিত, তখন একদিন শ্রী সঞ্জীব গার্গ জীবন নির্মাণ সন্তান অনাথাশ্রমে তার হোস্টেলে আসেন। প্রহ্লাদকে ডেকে পাঠিয়ে তার উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থার দায়িত্ব তিনি নেবেন বলে তাকে নিশ্চিন্ত করেন। দ্বাদশ শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়ার পর সঞ্জীব গার্গ তার এ.আই.ই.ই.ই পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য তাকে রাজস্থানের কোটায় পাঠান যাতে সে কোনো প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তির সুযোগ পায়। প্রহ্লাদ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সেই সুযোগ পেয়েও যায়। এন এম সি টি এর তত্ত্বাবধানে ২০১৩ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত সে মেরিট স্কলারশিপ প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ করে। এগিয়ে চলার প্রতিটি ধাপে তাকে সহায়তা ও অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য নয়নতারা ও সঞ্জীব গার্গের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রহ্লাদ একটি ক্ষুদ্র শহরের দরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিল। সঞ্জীব গার্গের অনুপ্রেরণাই তাকে উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানদের সঙ্গে একসাথে পড়াশোনা করার সাহস দেয়। ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পূর্ণ করার পর প্রহ্লাদ এখন সেই সুপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানিতে কর্মরত।

সঞ্জীব গার্গ এবং তার পরিবার ও বন্ধুরা এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে যেভাবে এমন আরও অনেক জিতেন্দ্র এবং প্রহ্লাদদের দিকে উৎসাহ ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তার জন্য এন এম সি টি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। জিতেন্দ্র ও প্রহ্লাদের জন্য আমরা গর্বিত।

নয়নতারার ফুটে ওঠার গল্প

"চলো না, আমরা দরিদ্রদেরকে সাহায্য করি। শারীরিক জটিলতা থাকা সত্ত্বেও যে গর্ভবতী মহিলাদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার আর্থিক সামর্থ্য নেই, আমরা তাদের দিকে আমাদের হাত বাড়িয়ে দিই।"

এভাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগেই নয়নতারা মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল্ ট্রাস্টের সূত্রপাত। মানুষকে সহায়তার ইচ্ছে নিয়েই তাদের পথ চলার সূচনা। ভালোবাসা ও সহানুভূতির মেলবন্ধনে এই পদক্ষেপ। সেই সময় দাঁড়িয়ে সেই ভাইবোনদের কাছে কোনো মজবুত পরিকল্পনাও ছিল না। এটা নিয়ে এগিয়ে চলার পন্থা তাদের জানা ছিল না। তারা শুধুই ছিল একদল তরুণ-তরুণী, যাদের প্রত্যেকের নিজস্ব জীবন অনুসারে পথ চলার ধারা ভিন্ন ছিল। কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা না থাকলেও তাদের মনের সম্মিলিত অনুভূতি আর আবেগই তাদের এগিয়ে চলার সহায় হয়ে উঠেছিল। স্বাভাবিক ভাবেই এন এম সি টি এর সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের কাছে এর গুরুত্ব অসীম।

২০০১ সালের সেই দিন ওই ঘরে সমবেত ভাইবোনেরা ওই চার হাজার টাকা নিয়েই এই সংস্থা শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আর ওরা ওদের এক দাদা বাপ্পার ওপর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছিল। সেই বাপ্পা দাকেই আমরা সুদীপ মজুমদার নামে চিনি।

এভাবেই নয়নতারা মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল্ ট্রাস্টের সূচনা। এন এম সি টি এর একটি স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য শুরু থেকেই ছিল "স্বামীজির আদর্শ অনুসরণ করে দরিদ্র ও অভাবী মানুষের পাশে দাঁড়ানো।"

এন এম সি টি এর বাস্তবায়নের চাবিকাঠি স্বামীজির আদর্শ ও নীতি। একটা সময়ের পর অনুভূতি মলিন হয়ে যায়। আবেগ থেকে ভাবনার জন্ম হতে পারে, কিন্তু সমস্ত কাজটাই যদি শুধুই অনুভূতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, তবে গতিশীল সময়ের সাথে তার স্বাভাবিক মৃত্যু নিশ্চিত। তাই জীবনে অর্থবহ কিছু করার ইচ্ছে থাকলে নীতিই অবিচ্ছেদ্য হয়ে ওঠে।

নয়নতারার ক্ষেত্রে স্বামীজির নীতি ও শিক্ষাই পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল।

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে শ্রী নারায়ণ চন্দ্র ধারা (যিনি এন এম সি টি এর সকলের ধারা দা কিংবা ধারা জেঠু ছিলেন) ২১শে মার্চ, ২০২১ পরলোক গমন করেছেন।

আমাদের প্রিয় অমিতাভ দা (অনেকের স্যার) যিনি একজন বন্ধু তথা দার্শনিক ছিলেন, তিনি কোভিড আক্রান্ত হয়ে ১৫ই মে, ২০২১ আমাদের ছেড়ে বিদায় নিয়েছেন না ফেরার দেশে।

এই দুই শোক সংবাদে নয়নতারা শোকাহত।

ক্রমশ.....

কৃতিত্ব :

তথ্য সংগ্রহ : তন্নিষ্ঠা চক্রবর্তী
কলমে : প্রিয়াঙ্কা ভুঁইয়া
অলংকরণ : সায়ন্তনী মজুমদার